দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৬

বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষক সংকট

৪৬ জনের মধ্যে রয়েছেন ১৮ জন

■ হরলাল ভৌমিক, চৌমুহনী (নোয়াখালী) সংবাদদাতা

শত বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এই কলেজে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ৪৬ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও রয়েছেন ১৮ জন। প্রশাসনিকসহ অন্যান্য বিভাগের অবস্থাও একই রকম। এতে প্রতিষ্ঠানের পাঠদানে বিঘ্ন ঘটছে।

বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অফিসসূত্রে জানা যায়, নোয়াখালীর ঐতিহ্যের কারণে তাঁতিদেরকে দক্ষ করে তোলার জন্য ১৯১৮ সালে বৃটিশ সরকার চৌমুহনী শহরের দক্ষিণে আড়াই একর ভূমির ওপর বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯৪ সালে চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল কোর্স চালু হয়। ২০০৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে রূপান্তর করে বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু হয়। ২০১৩ সাল থেকে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এ কলেজে ইয়ার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং, ফেব্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ওয়েট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং ও এ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পাঠদান চলছে। প্রতি বছর ১২০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। বর্তমানে ৬৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। ৪টি বিভাগে অধ্যক্ষসহ প্রথম শ্রেণির ৩৬ জন অনুমোদিত শিক্ষকের পদ থাকলেও রয়েছেন ১৩ জন। দ্বিতীয় শ্রেণির ১০ জনের স্থলে রয়েছে পাঁচ জন শিক্ষক। তৃতীয় শ্রেণির ৩৪ জনের স্থলে রয়েছে ২৩ জন। চতুর্থ শ্রেণি ও চতুর্থ শ্রেণি (আউট সোর্সিং) ১০৭ পদের বিপরীতে রয়েছে ৬৫ জন। এতে প্রতিষ্ঠানের পাঠদানে যেমন বিঘ্ন ঘটছে, তেমনি দাপ্তরিক কাজ-কর্মেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ২০১০ সালে ৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। যা ২০১২ সালে শেষ করার কথা থাকলেও এ পর্যন্ত শেষ হয়নি। এদিকে ১৯৯৪ সালে চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল কোর্স চালু হওয়ার পর ২০০৬ সালে বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং চালু হলে ডিপ্লোমা কোর্স বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন মহলের অভিমত যেখানে দেশে ডিপ্লোমাধারী ঘাটতি মিটানোর জন্য নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে সেখানে চালু কোর্স বন্ধ করে দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বঞ্চিত করা কোনো কিছুর ইঙ্গিত বহন করে। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষের অভিরিক্ত দায়িত্ব পালনকারী ইঞ্জিনিয়ার এ.কে.এম ফজলুল হক জানান, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি পর্যাপ্ত থাকলেও শিক্ষক সংকট প্রকট, খণ্ডকালীন শিক্ষক এনে ক্লাস চালিয়ে নিতে হচ্ছে, এতে বছরে ২০/২২ লাখ টাকা ব্যয় হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের ও শিক্ষকদের আবাসন সমস্যা গুরুতর। ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল কোর্স বন্ধ হওয়াটা দুঃখজনক। এ কোর্স পুনরায় চালু হলে ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন উপকৃত হবে তেমনি দেশের চাহিদাও মিটবে।